আত্মীয়তার ব্যবস্থা এমন এক দল বা ব্যক্তিকে বোঝায় যারা রক্ত সম্পর্ক বা বিবাহ সম্পর্কের ভিত্তিতে আত্মীয় হিসাবে স্বীকৃত। সমাজতত্ত্বে, সমস্ত রক্ত সম্পর্ককে একটি বিশেষ প্রযুক্তিগত শব্দ দিয়ে উল্লেখ করা হয়, কনসাঙ্গুইনিটি। তবে কনসাঙ্গুইনিটি কোনও জেনেটিক সম্পর্ককে বোঝায় না, বরং যা সামাজিকভাবে স্বীকৃত। কে রক্ত আত্মীয় তা সমাজ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়, প্রকৃত জীববৈজ্ঞানিক সম্পর্ক দ্বারা নয়। বিবাহের মাধ্যমে সমস্ত সম্পর্ককে অ্যাফিনিটি বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মা এবং পুত্র/কন্যা, ভাই এবং বোন, বাবা এবং পুত্র/কন্যার মধ্যে সম্পর্কগুলো কনসাঙ্গুইনাল, আর শ্বশুর/শাশুড়ি এবং পুত্রবধূ/জামাইয়ের মধ্যে সম্পর্কগুলো অ্যাফিনাল।

আত্মীয়তার অধ্যয়নের জন্য চারটি মৌলিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

i) আত্মীয়তার দল: আত্মীয়তার সম্পর্ক সহযোগিতা এবং সম্পত্তি ও পরিচয়ের উত্তরাধিকার অর্জনের জন্য সামাজিক দল গঠন করে। বংশের নীতি দ্বারা একটি দলের সীমানা নির্ধারিত হয়। এই দলগুলো একই বংশের, পিতৃসূত্রে বা মাতৃসূত্রে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এবং যারা এভাবে সম্পর্কিত নয় তাদের অন্তর্ভুক্ত করে না। দ্বিপাক্ষিক বংশের উপর ভিত্তি করে গঠিত দলগুলোকে সিবস বলা হয়। বংশের প্রকৃতি এবং গভীরতার উপর ভিত্তি করে বংশের দলগুলোকে লাইনেজ, ক্ল্যান এবং মোয়েটি বলা হয়।

ii) আত্মীয়তার পরিভাষা: আত্মীয়তার পরিভাষা এমন একটি লেবেল বোঝায় যা একটি নির্দিষ্ট আত্মীয় সম্পর্ককে বোঝায়। আত্মীয়তার পরিভাষা এমন একটি ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে আত্মীয়তার পরিভাষাগুলো একটি যৌক্তিক সম্পর্ক বহন করে। এই সম্পর্কের যৌক্তিকতার ভিত্তিতে নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের আত্মীয়তার পরিভাষাগুলো চিহ্নিত করেছেন যা আত্মীয়তার পরিভাষাগুলোর একটি নির্দিষ্ট বিন্যাস অনুসরণ করে। প্রায় সব বিশ্বব্যাপী আত্মীয়তার পরিভাষাগুলোকে মূলত চার বা পাঁচ ধরনের মধ্যে ফেলা যেতে পারে।

iii) বিবাহের নিয়ম: সাধারণভাবে বিবাহের দুটি ধরনের নিয়ম রয়েছে। নির্দেশমূলক পরিভাষা সেই ব্যক্তিদের (এছাড়াও আত্মীয়) সঠিক শ্রেণীকে সংজ্ঞায়িত করে যারা বিবাহের ক্ষেত্রে পছন্দনীয় এবং যারা নয়। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ ভারতে একজন ব্যক্তির ক্রস কাজিনের সাথে বিবাহ করা প্রত্যাশিত এবং প্রায়শই বাধ্যতামূলক, কিন্তু সমান্তরাল কাজিনের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ।

পছন্দনীয় বিবাহ পদ্ধতি আরও উন্মুক্ত এবং সাধারণত নির্দেশ করে যাদের সাথে বিবাহ করা যাবে না (যারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে) কিন্তু অন্য কারো সাথে বিবাহ করার জন্য পছন্দ উন্মুক্ত রেখে দেয

iv) উপহার বিনিময়: বিবাহের ক্ষেত্রে উপহারের লেনদেন রয়েছে যা বিবাহের উপহার হিসেবে পরিচিত। সারা বিশ্বে দুটি প্রধান ধরনের উপহার লেনদেন স্বীকৃত। কনের মূল্য বা কনের সম্পদ এবং যৌতুক। প্রথমটি পরেরটির চেয়ে অনেক বেশি প্রচলিত। কনের মূল্য সম্পদের বিনিময়ে একজন মহিলাকে বোঝায়। যৌতুক একটি মর্যাদার বিষয় এবং শুধুমাত্র শ্রেণীবিন্যাস সমাজে ঘটে কনের গ্রহণকারী দলের উচ্চ মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয় এবং পিতৃতান্ত্রিকতার একটি সূচক। কিছু লেখক যৌতুককে পিতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নারীদের উত্তরাধিকার হিসেবেও অভিহিত করেন। ভারতে উত্তর এবং দক্ষিণ উভয়ের উচ্চ বর্ণের মধ্যে যৌতুকের প্রচলন রয়েছে এবং নিম্ন বর্ণ এবং উপজাতিদের মধ্যে কনের মূল্য পাওয়া যায়।

Kinship Organization in India

ইরাবতী কার্ভে (১৯৫৩: ৯৩) উত্তরাঞ্চলকে উত্তর হিমালয় এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আমরা এই অঞ্চলের আত্মীয়তার ব্যবস্থার মৌলিক গঠন ও প্রক্রিয়াকে চারটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে বর্ণনা করতে পারি, যথা: i) আত্মীয়তার দল, ii) আত্মীয়তার পরিভাষা, iii) বিবাহের নিয়ম, এবং iv) আত্মীয়দের মধ্যে অনুষ্ঠানের উপহার বিনিময়।

আত্মীয়তার দল:

উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে সমাজবিজ্ঞানী গবেষণা দেখায় যে পুরুষদের মধ্যে সহযোগিতা এবং আত্মীয়তার নীতির উপর ভিত্তি করে সামাজিক দলগুলি প্রধান।

i) পিতৃবংশ: আমরা বলতে পারি যে উত্তর ভারতে আত্মীয়তার সংগঠন প্রধানত পুরুষ বংশের উপর ভিত্তি করে একরেখা বংশের দলগুলির উপর ভিত্তি করে গঠিত। পিতৃবংশের সদস্যরা ভূমির মালিকানা রাখার জন্য সহযোগিতামূলক দল গঠন করে যা অনুরূপ কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সাথে সংঘর্ষেও লিপ্ত হতে পারে।

ii) কুল এবং বংশের দল: এগুলি উভয়ই সাধারণ পূর্বপুরুষ বা পূর্বমাতার নীতি দ্বারা ভিত্তিক, দলটি পিতৃসূত্রে বা মাতৃসূত্রে কিনা তার উপর নির্ভর করে। যখন পূর্বপুরুষকে প্রকৃতপক্ষে সনাক্ত করা যায়, তখন দলটিকে বংশ বলা হয় কিন্তু যখন এটি এতদূর পর্যন্ত যায় যে পূর্বপুরুষ একটি পৌরাণিক চরিত্র হয়ে ওঠে তখন এটি কুল হিসেবে পরিচিত হয়। উত্তর ভারতে, বংশ এবং কুল নির্বাসন উভয়ই রয়েছে। জাতি ভিত্তিক সমাজে, আমরা গাত্র নির্বাসনও পাই যেখানে গাত্র একটি প্রাচীন পূর্বপুরুষ, একটি পৌরাণিক ঋষিকে বোঝায়।

iii) জাতি এবং উপজাতি: একটি জাতি সাধারণত একটি স্থানীয় দল বা জাতিকে বোঝায় তবে অনেকগুলি একক যেগুলি জাতি হিসাবে পরিচিত তারা এমন একটি সম্প্রদায়কে বোঝায় যার একটি নাম এবং পেশা রয়েছে তবে বিবাহের জন্য আলাদা করার কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে ছোট এককগুলিতে বিভক্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সামগ্রিক জাতির নাম আগরওয়াল হতে পারে, তবে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কিছু উপজাতি থাকতে পারে যা বিগত বিবাহের আপেক্ষিক বিশুদ্ধতা, একটু ভিন্ন পেশা বা অন্য কিছু চিহ্নের মতো চরিত্রের উপর ভিত্তি করে বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, একটি উপজাতি শস্য ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে যখন অন্যটি সোনা এবং রূপার ব্যবসায়ীদের হতে পারে।

iv) কল্পিত আত্মীয়: আমরা ভারতীয় সমাজে কল্পিত আত্মীয়তার স্বীকৃতির কথাও উল্লেখ করা উচিত। প্রায়শই, যারা বংশ বা বিবাহের মাধ্যমে সম্পর্কিত নয়, তারা একে অপরের সাথে কল্পিত আত্মীয়তার বন্ধন গঠন করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মহিলা একজন পুরুষের হাতে রাখি বেঁধে দিতে পারে এবং সে তার কল্পিত ভাই হয়ে ওঠে। খ্রিস্টানদের মধ্যে একটি শিশুর বাপ্তিস্মের সময় কাউকে গডফাদার বা গডমাদার হিসাবে নামকরণের রীতিটি কল্পিত আত্মীয়তার একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।

আত্মীয়তার পরিভাষা:

i) উত্তর ভারতীয় আত্মীয়তার পরিভাষার বর্ণনামূলক প্রকৃতি: আত্মীয়তার পরিভাষা আত্মীয়তার সম্পর্কগুলির ভাষাগত প্রকাশ। উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে, আমরা পরিভাষা ব্যবস্থাকে দ্বিখণ্ডিত পার্শ্ববর্তী বলতে পারি যেখানে প্রতিটি আত্মীয়তার পরিভাষা বর্ণনামূলক। একটি বর্ণনামূলক আত্মীয় পরিভাষা অনন্য এবং শুধুমাত্র এক সম্পর্কের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি পরিভাষার মতো নয়, চাচা, আন্টি, কাজিন, যা বয়স, পিতৃ/মাতৃসূত্র সম্পর্ক প্রকাশ করে না, উত্তর ভারতীয় আত্মীয়তার পরিভাষাগুলি খুব স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা চাচেরা ভাই বলি, এটি সহজেই বাবার ছোট ভাইয়ের (চাচা) পুত্র হিসাবে অনুবাদ করা যেতে পারে, যা বক্তার সাথে ভাই (ভাই) সম্পর্ক বোঝায়। একইভাবে, মামেরা ভাই মানে মায়ের ভাইয়ের (মামা) পুত্র। আমরা সমান্তরাল এবং ক্রস-কাজিনের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য খুঁজে পাই। কারো ভাইয়ের সন্তানরা হল ভাতিজা (পুরুষ শিশু) এবং ভাতিজি (মহিলা শিশু)। কারো বোনের সন্তানরা হল ভাঞ্জা (পুরুষ শিশু) এবং ভাঞ্জি (মহিলা শিশু)।

ii) সামাজিক আচরণ নির্দেশক আত্মীয়তার পরিভাষা: আত্মীয়তা আচরণের ধারণাটি এ.আর. র ্যাডক্লিফ-ব্রাউন দ্বারা দেওয়া হয়েছিল। তিনি আত্মীয়তা আচরণের জন্য তিনটি ধরনের আত্মীয়তার নিয়ম চিহ্নিত করেছিলেন।

1) ভাই-বোনের দলের ঐক্য

2) পার্শ্ববর্তী প্রজন্মের দূরত্ব

3) বিকল্প প্রজন্মের একীভবন

উভয় আত্মীয়তার পরিভাষা এবং আচরণ এই নীতিগুলিকে প্রতিফলিত করে। আত্মীয়তা আচরণের দুটি প্রধান রূপ হল রসিক সম্পর্ক এবং পরিহার সম্পর্ক। উভয়ই একই ফাংশন পরিবেশন করে, যা সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তেজনা কমায় এবং শোধনকারী প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। এগুলি এমন সম্পর্ক যা অস্পষ্ট চরিত্র ধারণ করে এবং এর নিয়মগুলি লঙ্ঘনযোগ্য হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, অস্কার লুইস (১৯৫৮: ১৮৯) তার উত্তর ভারতের একটি গ্রামের অধ্যয়নে একটি ব্যক্তি এবং তার বড় ভাইয়ের স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের ধরণ এবং সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন। এটি সাধারণত দেওর-ভাবী সম্পর্ক হিসেবে পরিচিত, যা রসিক সম্পর্কের একটি উদাহরণ। হিন্দু বিবাহের নিয়ম অনুসারে একজন ব্যক্তি তার বড় ভাইয়ের বিধবাকে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু তার ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে নয়। পরবর্তীটি একজন পুত্রবধূ হিসাবে দেখা উচিত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন একটি সম্পর্কের আসল সম্ভাবনা নেই, তবুও সম্পর্কের সম্ভাব্য যৌনতা রয়ে যায়। ফলে উত্তেজনা রসিকতার মাধ্যমে আড়াল করা হয়।

রসিক সম্পর্কের বিপরীতে রয়েছে একজন মহিলা এবং তার শ্বশুরের মধ্যে পরিহার আচরণ। একইভাবে, তাকে তার স্বামীর বড় ভাইকেও এড়িয়ে চলতে হবে। স্বামীর পিতার জন্য পরিভাষা হল শ্বশুর এবং স্বামীর বড় ভাইয়ের জন্য পরিভাষা হল ভাসুর। ভাসুর হল সংস্কৃত শব্দ ভ্রাতা (ভাই) এবং শ্বশুর (শ্বশুর)-এর সংমিশ্রণ, এবং তাই এটি শ্বশুরের মতো।

বিবাহের নিয়ম

উত্তর ভারতের প্রেক্ষাপটে, আমরা দেখতে পাই যে মানুষ জানে কাকে বিয়ে করা উচিত নয়। সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায়, একে উত্তর ভারতে বিবাহের নেতিবাচক নিয়ম বলা যায়। আমরা এটাও বলতে পারি যে বিবাহ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সীমার বাইরে অনুমোদিত। আসুন দেখি এই সীমা বা বহির্বিবাহের নিয়ম উত্তর ভারতে কী।

i) কুল বহির্বিবাহ: নিজের পৈতৃক বংশরেখার অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিবাহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ পায়। কোনো পুরুষকে তার পিতৃবংশের কন্যাকে বিয়ে করতে দেওয়া হয় না। উত্তর ভারতে সাধারণত পাঁচ বা ছয় প্রজন্ম পর্যন্ত বংশের সম্পর্ক স্মরণ রাখা হয় এবং এই সীমার মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি নেই। এই অবস্থায় বংশ বংশধর হয়ে ওঠে এবং আমরা গাত্র (কুল) এবং গাত্র ভাই (কুলের সঙ্গী) সম্পর্কে কথা বলি।

ii) চার কুলের নিয়ম: ইরাবতী কার্ভের (১৯৫৩: ১১৮) কথায়, এই নিয়ম অনুযায়ী, একজন পুরুষকে (i) তার পিতার গাত্র থেকে, (ii) তার মায়ের গাত্র থেকে, (iii) তার পিতার মায়ের গাত্র থেকে, এবং (iv) তার মায়ের মায়ের গাত্র থেকে মহিলাকে বিয়ে করা উচিত নয়। উত্তর ভারতে বিদ্যমান আরেকটি সম্পর্কিত বহির্বিবাহ হল গ্রামের বহির্বিবাহ। একটি গ্রামে সাধারণত এক বা দুটি বংশের সদস্যরা বাস করে। একই বংশের সদস্যদের মধ্যে বিয়ে করার অনুমতি নেই। এই নীতি এমনকি এমন গ্রামগুলিতে প্রসারিত হয় যেখানে দুটি বংশের বেশি সদস্য রয়েছে। অন্য কথায়, উত্তর ভারতের একটি গ্রামের একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে ভাই এবং বোনের মতো এবং তাই তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না।

iii) উপবর্গের মধ্যে বিবাহ: স্থানীয় শর্তাবলীর সাথে সম্পর্কিত উপবর্গের বিভিন্ন ইউনিটের মর্যাদার ধারণা।

মির্জাপুর জেলার সরজুপারি ব্রাহ্মণদের নিয়ে লুইস ডুমন্টের (১৯৬৬: ১০৭) গবেষণায় দেখা যায় যে, এই এলাকার সরজুপারি ব্রাহ্মণদের তিনটি উপবর্গ তিনটি বাড়িতে (কিন গোষ্ঠী বা বংশ) বিভক্ত, যা স্বীকৃত সামাজিক অবস্থানে স্তরবিন্যাস করা। বিবাহগুলি সর্বদা নিম্নতর বাড়ি থেকে উচ্চতর বাড়িতে সংগঠিত হয়। এর মানে হল যে নারীরা সর্বদা এমন পরিবারের কাছে বিয়ে করা হয়, যা তার নিজের বাড়ির উপরে অবস্থান করে। এই প্রেক্ষাপটে, উত্তর ভারতে প্রচলিত একটি প্রবচন 'কিপার পিছনে ফিরতে পারে না' উল্লেখ করা যায়। একই ধারণা প্রতিফলিত হয় একটি উত্তর ভারতীয় প্রবচনে যা বলে, 'পাও পুজকে, লডকি নিহি লেজায়েঙ্গে' (অর্থাৎ, একবার বিয়ের অনুষ্ঠানে বরের পায়ে পুজো করার পরে, আমরা তার পরিবার থেকে একটি মেয়ে গ্রহণ করতে পারি না, কারণ এতে আমরা সেই পক্ষকে

আমাদের পা ধোয়ার অনুমতি দেব বা সম্পর্কের উলটাপালটা মেনে নেব)। উত্তর ভারতে, এমন একটি উলটাপালটা অনুমোদিত নয় এবং তাই আমরা পিতৃবংশীয় ক্রস-কসিনদের সাথে বিবাহের নিষেধাজ্ঞা দেখতে পাই।

এখানে আরও একটি মূলনীতি উল্লেখ করা উচিত। এটি পুনরাবৃত্তির নিয়ম। এর মানে হল যে যদি পিতার বোন একটি পরিবারে (খানদান) বিবাহিত হন, তবে নিজের বোনকে সেই একই পরিবারে বিয়ে করা যাবে না (ডুমন্ট ১৯৬৬: ১০৪-৭)।

পুনরাবৃত্তির নিষেধাজ্ঞা দেখায় যে মাতৃবংশীয় ক্রস-কসিন বিবাহ উত্তর ভারতে নিষিদ্ধ। তাই আমরা দেখতে পাই যে উত্তর ভারতে পিতৃবংশীয় এবং মাতৃবংশীয় ক্রস-কসিন বিবাহ উভয়ই অনুমোদিত নয়।

দক্ষিণ ভারতের কৃষ্টিগত সিস্টেম

প্রথমে, দক্ষিণ ভারতের কৃষ্টিগত সিস্টেম নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করার জন্য যে এলাকাটি নির্ধারণ করতে হবে তা সংজ্ঞায়িত করা যাক। কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং কেরল রাজ্যগুলো সাধারণভাবে দক্ষিণ ভারত হিসেবে বিবেচিত হয়। এই চারটি রাজ্যের দ্বারা অধিকারিত অঞ্চলে, আমরা কৃষ্টিগত সংগঠনের একটি সাধারণ নকশা দেখতে পাই। উত্তরের মতো দক্ষিণেও কৃষ্টিগত প্যাটার্নে বৈচিত্র্য রয়েছে। এই অঞ্চলে কেরল বিশেষভাবে আলাদা কারণ এটি মাতৃবংশীয় উত্তরাধিকার ব্যবস্থা এবং আন্তঃবর্ণ উচ্চতর বিবাহের প্রথা রক্ষা করে। দ্বিতীয়ত, সাধারণ উপাদান সত্ত্বেও, এই চারটি ভাষিক অঞ্চলের প্রতিটির নিজস্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক কৃষ্টিগত প্যাটার্ন থাকতে পারে। এলাকা নির্ধারণের পর, এখন আমরা কৃষ্টিগত গোষ্ঠীগুলির আলোচনা শুরু করি।

কৃষ্টিগত গোষ্ঠী

দক্ষিণ ভারতে কৃষ্টিগত সম্পর্ক মূলত দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত: পিতৃবংশীয় এবং সম্পর্কিত।

i) **পিতৃবংশীয়:** দক্ষিণ ভারতে, উত্তর ভারতের মতো, একজনের কাছে যেসব সম্পর্ক আছে, তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। পিতৃস্থানীয় বাসস্থান গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মিথস্ক্রিয়া এবং সহযোগিতার সুযোগ প্রদান করে। এভাবে, বংশ ও বাসস্থান সম্পর্ক কৃষ্টিগত গোষ্ঠীর গঠন সহায়তা করে। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে এমন গোষ্ঠী স্বীকৃত। উদাহরণস্বরূপ, K.Gough (১৯৫৫) তাঁর তাঞ্জোর জেলার ব্রাহ্মণদের গবেষণায় বর্ণনা করেছেন পিতৃবংশীয় গোষ্ঠীগুলিকে, যা ছোট ছোট সম্প্রদায়ে বিতরণ করা হয়। গ্রামগুলিতে প্রতিটি জাতি এক বা একাধিক পিতৃবংশীয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত থাকে।

ii) **সম্পর্কিত আত্মীয়রা:** পিতৃবংশীয় সদস্যদের বিপরীতে, আমাদের কাছে সম্পর্কিত আত্মীয়দের গোষ্ঠী রয়েছে (যারা বিবাহের মাধ্যমে সম্পর্কিত)। পিতৃবংশের বাইরে সেই আত্মীয়রা থাকে যারা

একজনের মায়ের জন্মগ্রহণকারী গোষ্ঠীর সদস্য এবং স্ত্রীর আত্মীয়। এরা একজনের মাতৃবংশীয় (মায়ের পক্ষের) এবং সম্পর্কিত (স্ত্রীর পক্ষের) আত্মীয়, সাধারণভাবে "মামাচ্চান" নামে পরিচিত। এই আত্মীয়দের মধ্যে এমন গোষ্ঠীগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকে যেখানে একজনের বোন এবং বাবার বোন বিবাহিত। পিতৃবংশীয় এবং সম্পর্কিত আত্মীয়দের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতি, যা ডুমন্ট (১৯৮৬) দ্বারা বর্ণিত, সবসময় সদ্ভাবপূর্ণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ।

কৃষ্টিগত পরিভাষা

কৃষ্টিগত সম্পর্কের প্রকাশ একটি স্পষ্ট কাঠামোর সঙ্গে অনেক সুনির্দিষ্ট। লুইস ডুমন্টের (১৯৮৬: ৩০১) মতে, এই সিস্টেমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল (i) এটি সমান্তরাল এবং ক্রস-কসিনদের মধ্যে পার্থক্য করে এবং (ii) এটি শ্রেণীবিভাগমূলক। আসুন এই দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করি। এটি bifurcate-merging নামেও পরিচিত।

সমান্তরাল এবং ক্রস-কসিন: সমান্তরাল কসিনরা হলো যারা একই লিঙ্গের ভাইবোনদের সন্তান। এর মানে হলো দুই ভাইয়ের সন্তান অথবা দুই বোনের সন্তান একে অপরের সমান্তরাল কসিন। ক্রস-কসিনরা হলো যারা বিপরীত লিঙ্গের ভাইবোনদের সন্তান। এর মানে হলো ভাই এবং বোনের সন্তান ক্রস-কসিন।

দক্ষিণ ভারতে কৃষ্টিগত পরিভাষা স্পষ্টভাবে দুটি ক্যাটাগরির কসিনদের পৃথক করে। এই পার্থক্য করার কারণ রয়েছে কারণ দক্ষিণ ভারতে, সমান্তরাল কসিনদের বিয়ে করা যায় না, কিন্তু ক্রস-কসিনদের বিয়ে করা যায়। সমান্তরাল কসিনদের ভাই/বোন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, তামিলে, সব সমান্তরাল কসিনদের "আন্নান" (বড় ভাই) বা "তাম্বি" (ছোট ভাই) এবং "আক্কা" (বড় বোন) বা "তাঙ্গাচি" (ছোট বোন) নামে ডাকা হয়। ক্রস-কসিনদের কখনও ভাই/বোন হিসেবে উল্লেখ করা হয় না। তাদের তামিলে, "মামা মাগল/মাগান" (মায়ের ভাইয়ের মেয়ে/ছেলে) অথবা "আত্তাই মাগল/মাগান" (বাবার বোনের মেয়ে/ছেলে) হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

শ্রেণীবিভাগমূলক প্রকৃতি: সমান্তরাল এবং ক্রস-কসিনদের পার্থক্য এবং শ্রেণীবিভাগমূলক পরিভাষার সংমিশ্রণ দক্ষিণ ভারতে কৃষ্টিগত সিস্টেমের একটি প্রতিবিম্ব হিসাবে কাজ করে। এই পরিভাষার শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিতভাবে ঘটে। একজন ব্যক্তির নিজের প্রজন্ম দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়:

a) এক গ্রুপ (তামিলে "পাঙ্গালি" নামে পরিচিত) সব ভাইবোনদের, সমান্তরাল কসিনদের এবং বাবার সমান্তরাল কসিনদের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করে।

b) অন্য গ্রুপে ক্রস-কসিন এবং সম্পর্কিত আত্মীয়রা যেমন স্ত্রীর/স্বামীর সম্পর্কিত আত্মীয়রা অন্তর্ভুক্ত থাকে। তামিলে, এই ক্যাটাগরিকে "মামা-মাচ্চান" নামে উল্লেখ করা হয়।

বিবাহের নিয়ম

দক্ষিণ ভারতে কৃষ্টিগত সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য হল বিবাহের ইতিবাচক নিয়ম। এর মানে হল যে একটি নির্দিষ্ট ধরনের সম্পর্কের জন্য স্পষ্টভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং এটি বাস্তবায়িত হয়।

i) তিন ধরনের অগ্রাধিকারযুক্ত বিবাহ নিয়ম:

i) দক্ষিণ ভারতে বেশ কয়েকটি জাতিতে, প্রথম অগ্রাধিকার একটি পুরুষ এবং তার বড় বোনের কন্যার মধ্যে বিবাহ দেওয়া হয়। মাতৃবংশীয় সমাজগুলির মধ্যে যেমন নাইয়ারদের মধ্যে এটি অনুমোদিত নয়।

ii) পরবর্তী ক্যাটাগরি হল একজন পুরুষের তার বাবার বোনের কন্যার সঙ্গে বিবাহ (fzd)। অন্য কথায়, একজন নারী তার মায়ের ভাইয়ের সন্তানের (mbs) সঙ্গে বিয়ে করে। এই ধরনের বিবাহে, ফিরতি মূলনীতি বেশ স্পষ্ট। যে পরিবার একটি মেয়ে দেয়, তারা বিয়েতে একটি মেয়ে প্রত্যাশা করে।

iii) তৃতীয় ধরনের অগ্রাধিকারযুক্ত বিবাহ হল একজন পুরুষ এবং তার মায়ের ভাইয়ের কন্যার (mbd) মধ্যে। এটি (ii) এর বিপরীত।

কিছু জাতি, যেমন তামিলনাড়ুর কল্লার, কর্ণাটকের হাভিক ব্রাহ্মণ, কিছু অন্ধ্রপ্রদেশের রেড্ডি জাতি, শুধুমাত্র এই ধরনের ক্রস-কসিন বিবাহ অনুমোদিত।

বিবাহের সম্পর্কের নিষেধাজ্ঞা: এই প্রেক্ষাপটে, নির্দিষ্ট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহের নিষেধাজ্ঞা দেখতে প্রয়োজনীয়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু জাতিতে একজন পুরুষ তার বড় বোনের কন্যাকে বিয়ে করতে পারে কিন্তু ছোট বোনের কন্যাকে নয়। এছাড়া, একটি বিধবা তার মৃত স্বামীর বড় বা ছোট ভাই অথবা তার শ্রেণীবিভাগীয় ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে করতে পারে না। এখানে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য বিয়েতে নিষিদ্ধ ব্যক্তিরা আলাদা। এর পর অবশ্যই, নিয়ম আছে যে একজন ব্যক্তি নিজের প্রাথমিক পরিবার এবং বংশে বিয়ে করতে পারে না। কল্লার উপবর্গের ক্ষেত্রে, বংশকে "কুট্টাম" বলা হয় (ডুমন্ট ১৯৮৬: ১৮৪)। বংশের সমস্ত সদস্যকে বংশের মধ্যে বিবাহ করতে নিষিদ্ধ করা হয়।

কৃষ্টিগত গিফটের আনুষ্ঠানিক বিনিময়

উপহার দেওয়া এবং গ্রহণ করা সম্পর্কিত বিভিন্ন কৃষ্টিগত সম্পর্কের বিভাজন/একত্রীকরণের মূলনীতি প্রতিফলিত করে। দক্ষিণ ভারতে কিছু ব্যক্তির মধ্যে বা কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে গিফট এবং পাল্টা গিফট দুই ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা যায়।

i) বধূর পরিবার থেকে বর-এর পরিবারে বা বিপরীত দিকে গিফটের প্রবাহ: এটি সম্পর্কিতদের মধ্যে এক ধরনের উপহার বিনিময় হিসেবে দেখা যায়।

ii) অভ্যন্তরীণ উপহার বিনিময়: প্রতিটি দুই গোষ্ঠীর মধ্যে উপহার দেওয়া এবং গ্রহণের আরেকটি ক্যাটাগরি। এটি অভ্যন্তরীণ উপহার বিনিময় বলা যেতে পারে। কখনও কখনও একজন ব্যক্তি দুই পক্ষ থেকেই উপহার দিতে/গ্রহণ করতে পারে। সম্পর্কের ইতিবাচক নিয়মের কারণে, প্রায়ই কিছু ব্যক্তিরা একসঙ্গে প্রাপক এবং প্রদানকারী হিসেবে অবস্থান করে। অন্য কথায়, সম্পর্কের একত্রীকরণের একটি প্রক্রিয়া ঘটে।

উপহার দেওয়ার Reciprocity উপাদান: সমাপ্তিতে, দক্ষিণ ভারতে আনুষ্ঠানিক উপহার বিনিময়ের কৃষ্টিগত আচরণের প্রেক্ষাপটে, reciprocity উপাদান বিদ্যমান, যদিও বধূদাতাদেরকে প্রাপ্তির চেয়ে বেশি উপহার দিতে হয়। তুলনামূলকভাবে, আমরা বলতে পারি যে উত্তর ভারতে উপহারগুলি একমুখীভাবে বধূদাতাদের থেকে বধূগ্রহণকারীদের কাছে যায়। এর ফলে, বধূদাতারা তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ে উন্নত সম্মান এবং মর্যাদা লাভ করে। দক্ষিণ ভারতে, বিবাহের ইতিবাচক নিয়ম মানে উপহারগুলি কাছাকাছি আত্মীয়দের মধ্যে বিনিময় করা হয়। উপহার বিনিময়ের পরিমাণের মধ্যে সবসময় পার্থক্য থাকে কিন্তু এর প্রবাহ উভয় পক্ষের মধ্যে থাকতে হয়। এটি উত্তর ভারতে একমুখী হতে পারে না।

উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের মাতৃবংশীয় কৃষ্টিগত সিস্টেম

পিতৃবংশীয় সমাজগুলির বৃহৎ কৃষ্টিগত সিস্টেম সম্পর্কে আলোচনা করার পর, আমরা এখন ভারতে কম সাধারণ মাতৃবংশীয় বংশধর সিস্টেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব। এগুলি পিতৃবংশীয় সিস্টেমের বিপরীতে এবং কৃষ্টিগত নানা ধরনের উদাহরণ প্রদান করে।

ভারতে মাতৃবংশীয় সম্প্রদায়গুলি শুধুমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। উত্তর-পূর্ব ভারতে, মাতৃবংশীয় সামাজিক সংগঠন মেঘালয়ের গারো ও খাসি উপজাতিদের মধ্যে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে, মাতৃবংশীয় সিস্টেম কেরল, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর কিছু অংশে এবং লাক্ষাদ্বীপ কেন্দ্রীয় অঞ্চলটিতে বিদ্যমান। এই অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলিম মাতৃবংশীয় গোষ্ঠীগুলিতে, সম্পত্তি মায়েদের থেকে কন্যাদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। আসুন, সংক্ষেপে একটি মাতৃবংশীয় সিস্টেম কী তা আলোচনা করি এবং উল্লিখিত সমাজগুলির কৃষ্টিগত সংগঠনের ধরন দেখি।

১০.৬.১ উত্তর-পূর্ব ভারতের মাতৃবংশীয় গোষ্ঠী

উত্তর-পূর্ব ভারতে, প্রধানত গারো এবং খাসি উপজাতি মাতৃবংশীয় হিসেবে পরিচিত। আমরা এখন এই দুটি গোষ্ঠীর কৃষ্টিগত সংগঠনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

i) **গারো:** মেঘালয়ের গারো উপজাতির মধ্যে, মাতৃবংশীয়তা কন্যাদের বাড়ির মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা হয়। এই বাড়িগুলি মূল বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে (যা একটি নারী, তার কন্যা এবং জামাই নিয়ে গঠিত) এবং একটি কন্যাকে ধরে রেখে চালিয়ে যাওয়া হয়। মাতৃবংশীয়তা "মাচং" নামে পরিচিত, যা একটি বিস্তৃত আত্মীয় গোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা একটি স্থানীয় অঞ্চলে বাস করে। সমস্ত মাচং সদস্যরা একটি সাধারণ মায়ের বংশধর। সন্তানরা মায়ের গোত্রের নাম গ্রহণ করে। মাতৃবংশীয়তা এবং সম্পত্তি উত্তরাধিকারীকরণে মা কেন্দ্রবিন্দু। তবে জমি এবং অন্যান্য সম্পত্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাড়ির (নক)

ব্যবস্থাপনা পুরুষদের হাতে থাকে। গারো দুটি ফ্র্যাট্রি (কাচি) এ বিভক্ত। একটি ফ্র্যাট্রি উপজাতির একটি কৃষ্টিগত ইউনিট। গারোর দুটি কৃষ্টিগত ইউনিট হল মারাক এবং সাঙ্গম। দুই ফ্র্যাট্রির মধ্যে কোন আন্তঃবিবাহ নেই। বিবাহের পর বসবাসের ধরন মাতৃস্থানীয়। এর মানে হল যে বিবাহের পর জামাই তার স্ত্রীর মায়ের বাড়িতে বসবাস করে। তিনি তার শ্বশুরের নকরম হয়ে যান। শ্বশুরের মৃত্যুর পর, একজন নকরম তার স্ত্রীর মায়ের সঙ্গে বিয়ে করে এবং মায়ের এবং কন্যার স্বামী হয়, যা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জামাইকে শ্বশুরের স্থানাধিকারী হিসেবে প্রস্তুত করতে।

মাতৃবংশীয় ক্রস-কসিন বিবাহ (একজন পুরুষের মায়ের ভাইয়ের কন্যার সঙ্গে বিবাহ) এবং মায়ের ভাইয়ের বিবাহ (একজন পুরুষের মায়ের ভাইয়ের কন্যার সঙ্গে বিবাহ) সমস্যা সমাধানের জন্য দুইটি পদ্ধতি। দ্বিতীয়ত, গারোদের মধ্যে তালাক একটি বিরল ঘটনা। তবে, ব্যভিচারের ঘটনা তালাকের কারণ হতে পারে। একইভাবে, কাজের অস্বীকৃতি তালাকের কারণ হতে পারে।

ii) **খাসি:** খাসি একটি মাতৃবংশীয় উপজাতি যারা মেঘালয়ের পাহাড়ে বসবাস করে। এই উপজাতিরা মাতৃবংশীয় বংশধর অনুসরণ করে। এর মানে হল যে তারা মায়ের মাধ্যমে বংশধর অনুসরণ করে। উত্তরাধিকার এবং উত্তরাধিকারও মায়ের মাধ্যমে ঘটে। বিবাহের পর বসবাসের ধরন মাতৃস্থানীয়। এর মানে হল যে একটি পুরুষ বিবাহের পর তার স্ত্রীর মায়ের বাড়িতে বসবাস করে। খাসিদের এক্সোগামাস গোত্র রয়েছে, অর্থাৎ, এক গোত্রের দুই ব্যক্তি একে অপরের সাথে বিয়ে করতে পারে না।

তাদের একটি শ্রেণীবিভাগমূলক কৃষ্টিগত পরিভাষা রয়েছে। এর মানে হল যে তারা তাদের লাইনাল আত্মীয়দের (বাবা, ছেলে ইত্যাদি) বিভিন্ন পরিভাষায় সম্বোধন করে, যা কিছু পার্শ্ববর্তী আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

খাসির বিবাহের নিয়ম মাতৃবংশীয় ক্রস-কসিন বিবাহের অনুমতি দেয়। কিন্তু লেভিরেট (একটি বিধবাকে তার স্বামীর ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে) বা সোরোরেট (একজন বিধ্বের সাথে তার স্ত্রীর বোনের বিয়ে) বিবাহ নিষিদ্ধ। তারা হাইপারগ্যামি (একজন নারীর উচ্চ সামাজিক অবস্থার গোষ্ঠীতে বিয়ে) প্র্যাকটিস করে না। পলিগিনি (একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রীর সাথে বিবাহ) এবং পল্যান্ড্রি (একজন নারীর একাধিক স্বামীর সাথে বিবাহ) খাসিদের মধ্যে জানা যায় না। একজন পুরুষের মিস্ট্রেস থাকতে পারে। কিছু খাসি গোষ্ঠীতে, মিস্ট্রেসের সন্তানরা বাবা-মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করে।

খাসিরা বলেন যে গোত্রের সকল সদস্য একজন নারী পূর্বপুরুষ থেকে বংশধর। তাদের "একটি গোত্র" বলা হয়। "একটি গোত্র" উপ-গোত্রে বিভক্ত, যারা একজন দাদির বংশধর। পরবর্তী বিভাগ হল পরিবার, যা দাদি, তার কন্যা এবং কন্যাদের সন্তানদের নিয়ে গঠিত। পুরুষ সন্তান সাধারণভাবে যে পরিবারের সঙ্গে বিয়ে করে, সেই পরিবারে হারিয়ে যায়। একজন স্বামী হিসেবে, পুরুষকে একটি সৃজনশীল হিসেবে দেখা হয়। একজন পুরুষের বিয়ের আগে অর্জিত সমস্ত সম্পত্তি তার মায়ের। বিবাহের পর, পুরুষের অর্জিত সম্পত্তি তার স্ত্রীর কাছে চলে যায়। স্ত্রী এবং সন্তানরা সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর, সবচেয়ে ছোট কন্যা বড় অংশ পায়। যদি কোনো কন্যা না থাকে, তাহলে অর্জিত সম্পত্তি সমানভাবে পুত্রদের মধ্যে ভাগ করা হয়।

১০.৬.২ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের মাতৃবংশীয় গোষ্ঠী

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কেরল রাজ্য মাতৃবংশীয় সম্প্রদায়গুলির প্রধান আসন। এখানে আমরা নাইয়ার সম্প্রদায়ের উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব। আমরা লাক্ষাদ্বীপ কেন্দ্রশাসনের মাতৃবংশীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যও দেখব।

i) **নাইয়ার উদাহরণ:** কেভি গফ (১৯৫২) প্রথম দেখিয়েছিলেন যে নাইয়াররা একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠী এবং তাদের তিনটি বিভিন্ন কৃষ্টিগত সিস্টেম রয়েছে। এখানে আমরা কেন্দ্রীয় কেরালার নাইয়ার জাতিগোষ্ঠীর কৃষ্টিগত সিস্টেমগুলি কিছু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। কেন্দ্রীয় কেরালার নাইয়াররা স্বামী-পরিদর্শন পদ্ধতি অনুসরণ করে। ফলে, তাদের কোনও প্রাথমিক পরিবারের প্রতিষ্ঠা নেই যেখানে স্বামী, স্ত্রী এবং সন্তান একসঙ্গে বসবাস করে।

এই সিস্টেমে, নাইয়ার নারীরা দক্ষিণ-পশ্চিম কেরালার নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাহিত হতে পারত। তারা নাইয়ার গোষ্ঠীর অন্যান্য উচ্চ জাতিগোষ্ঠীর সাথে এবং অবশ্যই, তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীর সঙ্গে বিয়ে করতে পারত। এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে নাইয়াররা হাইপারগ্যামি (একটি উচ্চ সামাজিক অবস্থার গোষ্ঠীতে বিয়ে) অনুশীলন করত। এটি নাইয়ার নারীদের এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কেরালার নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণদের মধ্যে আন্তঃজাতি হাইপারগ্যামির উদাহরণ প্রদান করে।

গোত্রের ঐক্যবদ্ধতার উপর জোর দেওয়া হয়, বিবাহ নাইয়ারদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল প্রতিষ্ঠান। উদাহরণস্বরূপ, গফ দেখিয়েছেন যে নাইয়ার গোষ্ঠীর একটি মহিলা একসাথে অনেক স্বামী থাকতে পারে। তাকে উপযুক্ত গোষ্ঠীর পুরুষেরা পরিদর্শন করত। নাইয়ার পুরুষও একইভাবে উপযুক্ত গোষ্ঠীর অনেক নারীর সঙ্গে পরিদর্শন করত। এই পরিস্থিতিতে, "বিবাহ" বা নাইয়ার সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবহৃত শব্দ "সাম্বন্ধম" (বিবাহ) অনেক কম বাধ্যবাধকতার সাথে সম্পর্কিত। ঘটনার কোনো অনুষ্ঠান ছিল না। সন্তানদের জন্ম বৈধ করার প্রক্রিয়া ছিল খুবই সহজ। কিছু পুরুষ/পুরুষরা, যাদের সাথে সাম্বন্ধম

সম্পর্ক ছিল, মায়ের সাথে বৈধভাবে পেমেন্ট ও কাপড় উপহার হিসেবে প্রদান করতেন। এটি ছিল সমস্ত বৈধতার প্রমাণ। বিবাহিত অবস্থার চিহ্ন হিসেবে একটি মহিলা তার জীবনব্যাপী তালি বা বিবাহের সনদ পরিধান করত। মহিলা এবং তার সন্তানরা তার সাংস্কৃতিক স্বামী মৃত্যুর সময় অপবিত্রতা পালন করত। তারা কোনও বিশেষ পরিদর্শক স্বামীর মৃত্যুর সময় কিছু করত না। এখানে "সাংস্কৃতিক স্বামী" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। নাইয়ার বিবাহের প্রেক্ষাপটে এটি কী বোঝায় তা দেখা যাক।

জমি এবং অন্যান্য সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায়, মাতৃবংশীয়তা গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট ছিল না। পরিবর্তে, সম্পত্তির গ্রুপগুলি প্রধান আইনি ইউনিট ছিল। এটি স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কার্যকর ছিল। পুরনো পুরুষ সদস্য, যার নাম করনাভান, সম্পত্তির গ্রুপ (তারাভাদ) এর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী ছিল। নাইয়ারদের মধ্যে, "তারাভাদ" শব্দটি গোত্র এবং বংশধরকে বোঝায়। এটি সম্পত্তির গ্রুপকেও নির্দেশ করে। একটি তারাভাদ বা বংশধরের সদস্যরা কন্যাদের প্রারম্ভিক এবং বিবাহিত অনুষ্ঠান এবং তারাভাদ সদস্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কার্যক্রমে সহযোগিতায় জড়িত ছিল। এই অনুষ্ঠানে পারস্পরিক সহযোগিতার ঐতিহ্যবাহী সম্পর্ক ছিল।

গফ মাতৃবংশীয় গ্রুপের মধ্যে আন্তঃব্যক্তিগত আত্মীয় সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন এবং মা ও পুত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়েছেন। অন্যদিকে, একজন পুরুষ এবং তার বোনের ছেলের মধ্যে নিরুৎসাহিত ও সীমাবদ্ধ সম্পর্ক ছিল। একজন পুরুষ তার বোনের কন্যাকে এড়িয়ে চলতে এবং তার ছোট বোনের প্রতি আনুষ্ঠানিক আচরণ করতে বাধ্য ছিল। এটি নাইয়ারদের মধ্যে কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যগুলির কিছু। একটি তারাভাদে একজন পুরুষ নিজের সাথে জুনিয়র নারীদের মধ্যে সহবাস নিষেধাজ্ঞা পালন করতেন। এই নিষেধাজ্ঞাগুলি বংশধর গ্রুপের ঐক্য বজায় রাখতে সহায়ক ছিল। মাতৃবংশীয় গ্রুপের মধ্যে যৌন সম্পর্ক অনুমোদিত ছিল না। তেমনি কিছু সম্পর্ক নির্দিষ্ট রেঞ্জের সহবাসী ও নিম্ন জাতিগোষ্ঠীর পুরুষদের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল।

সম্প্রতি নাইয়ারদের মধ্যে মাতৃবংশীয় কৃষ্টিগত সিস্টেমে পরিবর্তনের ভিত্তিতে, বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় কেরালার নাইয়াররা ক্রমবর্ধমানভাবে প্রাথমিক পরিবারের ধারণা গ্রহণ করছে। কেআর উন্নি (১৯৫৬) কেন্দ্রীয় কেরালার নাইয়ারদের বসবাসের প্যাটার্ন পরিবর্তনের অধ্যয়ন করেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এই নাইয়াররা মাতৃবংশীয় থেকে দ্বিপাক্ষিক কৃষ্টিগত সিস্টেমে পরিবর্তিত হচ্ছে। এর মানে হল যে তারা মায়ের এবং বাবার উভয় পক্ষের সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

ii) **লাক্ষাদ্বীপের মাতৃবংশীয় মুসলিমরা:** এখন আমরা লাক্ষাদ্বীপের মাতৃবংশীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের আলোচনা করি। এই মাতৃবংশীয় মুসলিমরা কেরালার হিন্দু অভিবাসীদের descendants যারা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা ডুয়োলোকাল বসবাস অনুসরণ করে। ডুয়োলোকাল বসবাসের মানে হল যে স্বামী ও স্ত্রী পৃথকভাবে বসবাস করে। এই প্রেক্ষাপটে, এটি মানে হল যে স্বামী রাতে স্ত্রীর বাড়িতে আসে। দ্বীপের সাধারণ মাতৃবংশীয় ইউনিট হল "তারাভাদ"। এখানে, একটি তারাভাদ একটি পুরুষ এবং নারী গোষ্ঠী, যারা নারীর পেশোঠান্ত্রিক পূর্বপুরুষের সঙ্গে সংযুক্ত। একটি তারাভাদের নাম তার সদস্যদের দ্বারা তাদের নিজের নামের পূর্বে ব্যবহার করা হয়। একটি তারাভাদে জন্মগ্রহণ করে, প্রত্যেক ব্যক্তি তারাভাদ সম্পত্তির ভাগিদার হওয়ার অধিকার পায়। এই অধিকার নারী সদস্যদের মাধ্যমে চলে। একজন পুরুষ সদস্যও তারাভাদের সম্পত্তি ব্যবহারের একই অধিকার রাখে। তারাভাদ একটি এক্সোগামাস ইউনিট, অর্থাৎ, একজন সদস্য অন্য একটি তারাভাদ সদস্যের সঙ্গে বিয়ে করতে পারে না। একটি তারাভাদ একটি ঘরোয়া গোষ্ঠী বা একাধিক ঘরোয়া গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হতে পারে।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে, বাবা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে, যা ইসলামে রূপান্তরের সঙ্গে যুক্ত। তাকে তার সন্তানের জীবনচক্রের অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। লীলা ডুবে (১৯৬৯) দেখিয়েছেন কিভাবে ইসলাম সম্প্রদায়ের কৃষ্টিগত সম্পর্ক ও বিবাহের প্যাটার্নে প্রভাব ফেলেছে। ইসলামিক প্যাট্রিলিনিয়াল সামাজিক কাঠামোর প্রভাব মাতৃবংশীয় কাঠামোর কৃষ্টিগত সম্পর্কগুলির ওপর প্রভাব ফেলেছে। দ্বীপে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয়ে, লীলা

ডুবে (১৯৬৯) দেখিয়েছেন যে বিবাহ দ্বীপে অনেক দূর্বল। এতে কম অধিকার এবং দায়িত্ব থাকে। মানুষ মাতৃবংশীয় এবং ইসলামিক (পিতৃবংশীয়) নীতির ভিত্তিতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার পরিচালনা করে। ইসলাম সহজ তালাকের প্রক্রিয়া প্রদান করে এবং দ্বীপবাসীরা এটি ঘন ঘন ব্যবহার করে। তবে, উৎপাদন ও ভোগের ইউনিট হিসেবে তারাভাদ মৌলিকভাবে মাতৃবংশীয় থাকে।

এই মাতৃবংশীয় সম্প্রদায়গুলির বিবরণ আমাদের ভারতীয় পিতৃবংশীয় কৃষ্টিগত সিস্টেমের প্রচলিত ধরণের থেকে পার্থক্য তুলে ধরে। আমাদের সীমিত পরিসরে, আমরা ভারতীয় কিছু অঞ্চলে পিতৃবংশীয় কৃষ্টিগত সিস্টেমের সবচেয়ে সাধারণ ধরণ এবং কম সাধারণ মাতৃবংশীয় কৃষ্টিগত সংগঠনের সিস্টেমগুলি দেখার চেষ্টা করেছি।